যুগান্তর

তারিখ ... 16 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ...

দুর্নীতি ও চেক জালিয়াতির অভিযোগ

ঝুঁকিপূর্ণ শিশু প্রকল্পে সহায়তা বাতিল করেছে ইউনিসেফ

হামিদ-উজ-জামান

দুর্নীতি ও চেক জালিয়াতির অভিযোগে দাতা সংস্থা ইউনিসেফ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্পে ১২৯ কোটি টাকার অনুদান বাতিল করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য নেয়া এ প্রকল্পে ৩ বছরে কাজ হয়েছে মাত্র ৪৬ শতাংশ। অথচ আগামী জুনে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে এসে এভাবে অর্থ বাতিল করায় পুরো প্রকল্প বাস্তবায়নই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যদিও এতিম, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবাদানের লক্ষ্যেই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

এদিকে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিসেফ ও প্রকল্প কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অর্থ ব্যয়ে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা। পাশাপাশি প্রকল্পের অর্থবছরের হিসাবে জটিলতা ছাড়াও মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের অবহেলা রয়েছে। সঠিকভাবে প্রকল্পটি তদারকি করা হয়নি। এসব কারণে প্রকল্পের এ বেহাল দশা বলে মনে করছে আইএমইডি।

জাতিসংঘের ইউনিসেফের অর্থায়নে 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস' শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০১২ সালের জুলাই থেকে। এর মধ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে সরকারি তহবিল থেকে। বাকি ৩১৫ কোটি ৪০ টাকা ইউনিসেফ অনুদান হিসেবে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু প্রকল্প চলাকালীন অডিট রিপোর্টে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকার দুর্নীতি ও প্রায় ১ কোটি টাকার চেক জালিয়াতির মতো ঘটনা ধরা পড়ে। এটি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন রয়েছে। এরপরই অর্থছাড় প্রায় বন্ধ করে দেয় ইউনিসেফ। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থবিরতা দেখা দেয়।

আইএমইডি বলছে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। অথচ সে তুলনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি হতাশাজনক। এ সময়ের মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৪৩ শতাংশ (ব্যয় হয়েছে ১৩৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা) আর কার্যক্রমভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি গড়ে মাত্র ৪৬ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর সোমবার যুগান্তরকে বলেন, বিভিন্ন ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

সহায়তা বাতিল করেছে ইউনিসেফ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কারণে প্রকল্পটির অবস্থা ভালো নয়। আর্থিক অনিয়মসহ নানা কারণে প্রকল্পে ইউনিসেফের অর্থছাড়ে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে এর বাস্তবায়নে তৈরি হয়েছে স্থবিরতা। তিনি আরও বলেন, প্রকল্প ব্যয় ৩১৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা থেকে কমিয়ে ১৮৯ কোটি টাকা ধরে সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। আর দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত করছে দুদক। প্রকল্পের চেক জালিয়াতির ১ কোটি টাকা আদায় করে ফেরত চেয়েছে ইউনিসেফ। তবে আলোচনার মধ্য দিয়ে টাকা ফেরতের দাবি থেকে সরে এসেছে সংস্থাটি।

আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়, অতীতে সংঘটিত আর্থিক অনিয়মের কারণে দাতা সংস্থা অর্থছাড় নিয়মিতভাবে না করায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে না। দাতা সংস্থা ইউনিসেফের বাংলাদেশের কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। মূলত প্রকল্পটি দুটি ধারায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প কার্যালয় মাঠ পর্যায়ে সমাজকর্মীর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অন্যদিকে ইউনিসেফ পার্টনার এনজিওর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এনজিওগুলো প্রকল্প কার্যালয়ে কোনো অগ্রগতি প্রতিবেদন পাঠায় না। ফলে পার্টনার এনজিওর বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়াদি (ব্যয়) প্রকল্প কার্যালয় অবগত থাকে না।

জানা গেছে, প্রকল্পের আওতায় ১৬টি প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে মাত্র দুটি কার্যক্রম আইন সংশোধন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং অর্ডারের ক্ষেত্রে শতভাগ কাজ হয়েছে। বাকিগুলোর বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হয়নি। এর মধ্যে শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন কাজের ৪ শতাংশ, শিশুদের শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান ২৬ শতাংশ, কিশোর-কিশোরীদের শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান ৩২ শতাংশ এবং এক্সপোজার ভিজিট কাজের বাস্তবায়ন শূন্যের কোঠায় রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম এখনও প্রক্রিয়াধীন থাকায় তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য যথাযথ প্রস্তুত নয়। প্রকল্প ব্যয় নির্বাহে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে অর্থ আত্মসাতের মতো ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া সরকার ও ইউনিসেফের মধ্যে অর্থবছরের সামঞ্জস্য নেই। ফলে প্রকল্প কার্যালয় আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি এবং পরবর্তী অর্থছাড়ের চাহিদাপত্র পেশ করতে পারে না। প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত ওই সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা প্রকল্প সম্পর্কে সার্বিক ধারণা না থাকা এবং প্রকল্পের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় প্রকল্প কাজে তাদের অংশগ্রহণ নেই।

কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম তদারকি বা সেবা প্রদানের জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল নেই। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম দুর্বল হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পর্যায়ে মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকল্প থেকে উপকারভোগী শিশু ও কিশোরদের বিভিন্ন সেবা ও অর্থ সহায়তা পাওয়ার জন্য শর্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু শেষ কিস্তির অর্থ পাওয়ার পর শর্ত পালন করছে কিনা তা ফলোআপ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রকল্প কাজের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের সামঞ্জস্যতা নেই। যেমন ৪০ হাজার শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থ দেয়ার পরিকল্পনা থাকলেও বাজেট ধরা হয় ১৯ হাজার ৫০০ শিশুর জন্য।

এছাড়া অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ না থাকলেও প্রকল্প কার্যালয় বলেছে এ দুটি স্থানেও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পিতা-মাতাহীন, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা দান, শিশুদের প্রতি নিপীড়ন বন্ধ, শিশুশ্রম বন্ধ, নির্যাতন এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে শিশু সুরক্ষা কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষা অধিকার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, রংপুর বিভাগের নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও রংপুরে। রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জে। ঢাকা বিভাগের জামালপুর, নেত্রকোনা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে। সিলেটের সুনামগঞ্জ, সিলেট ও হবিগঞ্জে। খুলনার সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটে। বরিশাল বিভাগের বরগুনা, ভোলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও পটুয়াখালীতে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজারে।